পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী-২০০৯

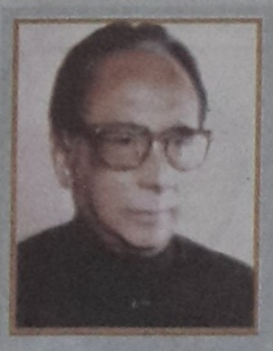

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১২ চৈত্র ১৪১৫
২৬ মার্চ ২০০৯

বাণী

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ফোর্সের পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আমি র‍্যাবের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

র‍্যাব ফোর্স প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তাদের কর্মকান্ডে দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের স্বাক্ষর রেখে আসছে বলে আমি মনে করি। দেশের সন্ত্রাস ও জঙ্গি দমন, মাদকদ্রব্যের চোরাচালান রোধসহ সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নে র‍্যাবের ভূমিকা প্রশংসনীয়। আমি আশা করি র‍্যাব ফোর্সের সদস্যবৃন্দ তাদের পেশাগত দক্ষতা, সততা ও দেশপ্রেমের সমন্বয় ঘটিয়ে দেশ গঠনে অধিকতর দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবে।

আমি র‍্যাব ফোর্সের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ জিল্লুর রহমান)

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এই বাহিনীর সকল সদস্যের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আত্মপ্রকাশের পর হতেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে র‍্যাবের প্রতিটি সদস্য সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব এবং সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে দেশের প্রতিটি মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গি দমন এবং মাদক নিয়ন্ত্রণে এ বাহিনীর সাফল্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য বাহিনীর সাথে আন্তরিকতা, সহযোগিতা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে দায়িত্ব পালনে র‍্যাব এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এ বাহিনীর কার্যক্রমকে সমুন্নত রেখে সকল সদস্যকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই ফোর্সকে সু-শৃঙ্খল, দক্ষ এবং যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, আগামী দিনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং একটি সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় আগামী দিনে র‍্যাবের কর্মপরিধি বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে। এ বাহিনী তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা এবং কর্মস্পৃহা বজায় রেখে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের সাথে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি।

আমি র‍্যাবের সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন)

بسم الله الرحمن الرحيم

সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

র‍্যাবের পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আমি এই বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই শুভক্ষণে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি র‍্যাবের সেই সকল মহান বীর শহীদদের যাদের অসামান্য বীরত্ব ও আত্মত্যাগ আমাদের জাতীয় জীবনে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে র‍্যাবের সদস্যরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পেশাদারী কার্যক্রমের মাধ্যমে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে প্রশংসনীয় অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এই বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের সততা, উচ্চ মনোবল ও কর্তব্যনিষ্ঠা সন্ত্রাস দমন এবং দেশের সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও চিহ্নিত সন্ত্রাসী গ্রেফতার, মাদক নিয়ন্ত্রণ, প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার, ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা, জঙ্গি এবং চরমপন্থী দমনে এই ফোর্সের ধারাবাহিক সাফল্য প্রশংসার দাবীদার।

বর্তমান পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজে অপরাধের ধরণ ও মাত্রায় এসেছে পরিবর্তন। এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে র‍্যাবের কার্যক্রমকে আরো আধুনিক এবং গতিশীল করার বিকল্প নেই। র‍্যাবের প্রতিটি সদস্যকে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আরো বেশী আন্তরিক হতে হবে। তবেই কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে।

আমি এই বাহিনীর উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি।

(আবদুস সোবহান সিকদার)

بسم الله الرحمن الرحيم

ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

বাণী

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আমি এই বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। সেই সাথে এই বাহিনীর যে সকল সদস্য বিগত বছরগুলোতে কর্তব্য পালনকালে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাদের আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ পুলিশের এলিট ফোর্স হিসেবে পাঁচ বছর পূর্বে র‍্যাবের আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রতিষ্ঠার পর হতে র‍্যাব সদস্যরা তাদের আত্মপ্রত্যয়, অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরন্তর প্রচেষ্টা ও চৌকস পেশাদারী কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছেন। দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়নে, সর্বোপরি জনজীবনে নিরাপত্তার আস্থা ফিরিয়ে আনতে র‍্যাবের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে র‍্যাবের সদস্যগণ আগামীতেও সততা, শ্রেয়বোধ ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মকভাবে প্রয়াসী হবেন- এটাই সকলের অভিন্ন প্রত্যাশা।

আমি র‍্যাবের পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এই বাহিনীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন।

(নূর মোহাম্মদ)

র‍্যাব ঃ কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

বিগত কয়েক বছর ধরে ধর্মীয় জঙ্গীবাদ, অবৈধ অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার, ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পৃথিবীর প্রায় সব উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেরও উন্নয়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমাজে সন্ত্রাসীরা উগ্র ধর্মীয় মতবাদ প্রচার, হত্যা, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, চাঁদাবাজি, চোরাচালান ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ড ঘটিয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বাঁধা সৃষ্টি করে আসছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পুলিশের অংশ হিসেবে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৯ সংশোধন করে একটি এলিট ফোর্স, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ফোর্সেস গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ওই সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বিডিআর, কোস্টগার্ড, আনসার ও সরকারের বেসামরিক ক্যাডারের নির্বাচিত অফিসার ও অন্য সদস্যদের নিয়ে র‍্যাব ফোর্সেস গঠন করা হয়।

The Armed Police Battalions (Amendment) Act, 2003 অনুযায়ী র‍্যাব ফোর্সেসের দায়িত্ব নিম্নরূপঃ

ক। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান;

খ। অপরাধ ও অপরাধমূলক কর্মকান্ডের ওপর তথ্য সংগ্রহ;

গ। বেআইনি অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক ও বিভিন্ন সময়ে সরকার নির্দেশ মতো অনুরূপ সামগ্রী উদ্ধার;

ঘ। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী যে কোনো অপরাধের তদন্ত;

ঙ। দলবদ্ধ সশস্ত্র অপরাধীদের গ্রেফতার;

চ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশসহ অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা প্রদান, এবং

ছ। সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্য দায়িত্ব।

সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের গ্রেফতার করে বিচারের জন্য সোপর্দ করতে বদ্ধপরিকর র‍্যাব। এ লক্ষ্যেই র‍্যাবের অভিযান পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সাঁড়াশি অভিযানের মাধ্যমে কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদের গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে অল্পদিনেই এই বাহিনী জনগণের কাছে অনন্য নাম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। র‍্যাব এ পর্যন্ত সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, ডাকাত, অপহরণকারী, জঙ্গী ও অন্যান্য অপরাধীসহ মোট ৪৪,০০০ এরও অধিক অপরাধীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসীদের আটক করতে গিয়ে প্রতিনিয়তই সশস্ত্র হামলার শিকার হতে হয়েছে; কিন্তু অকুতোভয় র‍্যাব সদস্যরা থেমে থাকেনি। বরং শুরু থেকেই র‍্যাব সদস্যরা অপরাধীদের গ্রেফতার অভিযানে বুদ্ধিমত্তা, সাহস, আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে আসছে এবং তাদের কর্মকান্ড সন্ত্রাসীদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করতে পেরেছে। যার ফলশ্রুতিতে অনেক সন্ত্রাসী দেশ থেকে পালিয়ে গেছে অথবা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধ করে দিয়েছে এবং সমাজে স্বস্তি ফিরে আসে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে অবৈধ অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করা অপরিহার্য। অবৈধ অস্ত্র সমাজে অবৈধ ক্ষমতার উৎস, যা নানাবিধ অপরাধের জন্ম দেয়। এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে র‍্যাব সব সময়ই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ রেখেছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে র‍্যাব এ পর্যন্ত উদ্ধার করেছে পাঁচ সহস্রাধিক বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, বিপুল পরিমাণ বিভিন্ন ধরণের গোলাবারুদ, প্রায় চার সহস্রাধিক বোমা/গ্রেনেড/ককটেলসহ বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য। শুধু ২০০৮ সালেই র‍্যাব সদস্যরা উদ্ধার করেছে বিভিন্ন ধরনের ১,৩৬৭টি অস্ত্র, ৭,৩১৬ রাউন্ড গুলি, ১,০৮২টি বোমা/গ্রেনেড/ককটেলসহ বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য, যা র‍্যাব সদস্যদের সাহস ও নিরলস পরিশ্রমের প্রমাণ।

বর্তমান বিশ্বে ধর্মীয় জঙ্গীবাদ একটি ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জঙ্গীবাদীদের তৎপরতায় তটস্থ গোটা বিশ্ব। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো যখন জঙ্গীবাদ সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে তখন র‍্যাবের বলিষ্ঠ অভিযানের কারণেই বাংলাদেশ ধর্মীয় জঙ্গীদের দমনে বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছে। জঙ্গি দমনে এই বাহিনীর সাফল্য আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার পর র‍্যাব খুব অল্প সময়ের মধ্যে উন্নততর গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে বোমাহামলাকারীদের চিহ্নিতকরণ ও তাদের অবস্থান নিশ্চিত করে শীর্ষ জঙ্গি নেতাসহ পাঁচ শতাধিক জেএমবি ও অন্যান্য ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের সদস্যদের গ্রেফতার করেছে এবং উদ্ধার করেছে তাদের বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-গোলাবারুদ, বিস্ফোরক, ডেটোনেটর, বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম। গ্রেফতারকৃত জঙ্গীদের মধ্যে ৬ শীর্ষ জঙ্গীর ফাঁসি কার্যকর হওয়ায় র‍্যাবের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাদকাসক্তি সমাজে সন্ত্রাস, ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ অন্যান্য অপরাধের অন্যতম কারণ। মাদকের অর্থ যোগানের জন্য তরুণরা জড়িয়ে পড়ছে চাঁদাবাজি ও ছিনতাইয়ের মতো ভয়ঙ্কর অপরাধে। সামাজিক এসব অপরাধ প্রতিরোধে অবশ্যই মাদকমুক্ত সমাজ গঠন জরুরি। বিগত দিনগুলোতে মাদক বিরোধী অভিযানে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি র‍্যাবের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত জোড়ালো। আমরা দেখেছি গত ২০০৭ সালের অক্টোবরে র‍্যাবের অভিযানে আবিস্কৃত ভয়াল এক নেশার দ্রব্য ইয়াবা, যা সমাজকে করেছে আলোচিত। পেশাদার মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতারের জন্য র‍্যাব সদস্যরা মাদক ব্যবসায়ীদের সশস্ত্র আক্রমণের মুখেও দায়িত্ব পালনে এতটুকু কার্পণ্য করেনি। উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণ হেরোইন, ফেনসিডিল, দেশী/বিদেশী মদ ও নেশা জাতীয় ইনজেকশনসহ অন্যান্য মাদক দ্রব্য এবং এ সকল কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের গ্রেফতার করে আইনের হাতে সোপর্দ করতে সক্ষম হয়েছে।

গত কয়েক বছর ধরে রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরগুলিতে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা ইন্টারনেটের সহায়তায় লাইসেন্স ছাড়া বিদেশ থেকে দেশে এবং দেশ থেকে বিদেশে গ্রাহকদের টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে আসছিল। ফলে অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসার কারণে সরকার হাজার হাজার কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছিল। র‍্যাব এ ব্যাপারে গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে গত এক বছরে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণ ভিওআইপি সরঞ্জাম উদ্ধার, সংশ্লিষ্টদের গ্রেফতার ও আইনের হাতে সোপর্দ করার মাধ্যমে দেশের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রাপ্তিতে সহায়তা করেছে। এই স্বার্থক অভিযানের ফলে ২০০৬ সালের ২৭ ডিসেম্বরের পর থেকে সরকারের রাজস্ব প্রতিদিন গড়ে ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে যা ইতিমধ্যেই ২০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে বলে শোনা যায়। এছাড়া অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায় জড়ানোর অপরাধে বাংলাদেশের বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানীর কাছ থেকে র‍্যাবের সহায়তায় বিটিআরসি প্রায় ৬০০ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করতে সক্ষম হয়।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনের পাশাপাশি চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধেও র‍্যাবের নিয়মিত অভিযান আমরা বরাবরই লক্ষ্য করেছি। চোরাচালান বিরোধী র‍্যাবের স্বতঃস্ফূর্ত অভিযানের ফলে দেশের শুল্ক ও রাজস্ব বৃদ্ধি এবং জনগণের নিকট পণ্য সহজলভ্য করা ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের দ্রব্য সামগ্রীর চোরাচালান প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়াও জাতীয় প্রত্নসম্পদ রক্ষায় র‍্যাব সবসময়ই জোড়ালো ভূমিকা রেখেছে। র‍্যাব সদস্যরা এ পর্যন্ত উদ্ধার করেছে বিভিন্ন ধরণের প্রায় দুই সহস্রাধিক পুরাকীর্তি এবং সংশ্লিষ্ট চোরাকারবারীদের গ্রেফতার করে আইনের হাতে সোপর্দ করতে সক্ষম হয়েছে। বহুল আলোচিত জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফ্রান্সে পাঠানোর সময় চুরি যাওয়া প্রত্নসম্পদ উদ্ধার এবং এই চুরির সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্টদের গ্রেফতারের মাধ্যমে র‍্যাব সদস্যরা তাদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছে এবং সাধারণ মানুষের আস্থার বাহিনী হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করেছে। এছাড়া সাম্প্রতিকালে র‍্যাবের একটি ভিন্নধর্মী কর্মকান্ড হচ্ছে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অশ্লীল চলচ্চিত্র বিরোধী অভিযান। যার ফলে অশ্লীল চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সিনেমা প্রিয় দর্শক আবার হলমুখী হয়েছে এবং দেশের যুব সমাজকে নৈতিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা ও চলচ্চিত্র শিল্পে সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে র‍্যাবের এই পদক্ষেপ আজ সব মহলে প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছে।

সুস্থ সবল জীবন ধারণের জন্য ভেজালমুক্ত খাদ্য গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। বিগত দিনগুলোতে র‍্যাবের ভেজাল বিরোধী অভিযান দেশের মানুষকে সুস্থ জীবন ধারনের পথকে সুগম করেছে। আমরা দেখেছি র‍্যাব সদস্যরা অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণ ভেজাল খাদ্যদ্রব্য ও তৈরির সামগ্রী এবং বন্ধ করে দিয়েছে ভেজাল খাদ্যদ্রব্য তৈরির কারখানা। এ ছাড়াও শুরু থেকেই র‍্যাব অবৈধ মুদ্রা ব্যবসায়ী ও জাল নোট প্রস্তুতকারীদের গ্রেফতারের ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থানে ছিল। এ পর্যন্ত অভিযানে র‍্যাব সদস্যরা জাল নোট প্রস্তুতকারী চক্রের পাঁচ শতাধিক সদস্যকে গ্রেফতার এবং উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণ জাল দেশী/বিদেশী মুদ্রা ও তৈরীর সরঞ্জাম। এর ফলে জাল নোট তৈরী ও ব্যবহারের তৎপরতা বহুলাংশে কমেছে। এ ছাড়া সমাজের কিছু অসাধু ব্যক্তি প্রতারণার মাধ্যমে দেশের নিরীহ মানুষকে ঠকিয়ে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন করছিল যার একটি মাধ্যম হলো ম্যারেজ মিডিয়া। ম্যারেজ মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন এবং সুযোগ-সুবিধার কথা বিবাহ উপযোগী পাত্রপাত্রীদের আকৃষ্ট করে এবং নতুন ধরণের এক প্রতারণার জাল বিস্তার করে। র‍্যাবের অভিযানে এসব প্রতারক চক্রের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে প্রতারণার সব অভিনব কৌশল। আর এ ধরণের সব অভিযানের ফলেই এই বাহিনীর প্রতি জনগণের প্রত্যাশার পাশাপাশি ভালাবাসা ও আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।

র‍্যাবের নিকট ভবিষ্যতের কর্ম পরিকল্পনাঃ

ক। র‍্যাবের কার্যক্ষমতা বাড়াতে উন্নততর, আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং সেই অনুযায়ী র‍্যাব সদস্যদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।

খ। র‍্যাবের তদন্ত কার্যক্রমকে আরও গতিশীল এবং সাফল্যমন্ডিত করার জন্য অত্যাধুনিক ফরেনসিক ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা।

গ। অপরাধ দমনে র‍্যাবের ত্রিমাত্রিক (জলে, স্থলে এবং আকাশ পথে) ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় হেলিকপ্টার, যানবাহন ও সরঞ্জামাদির সংগ্রহ।

র‍্যাবের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই 'বাংলাদেশ আমার অহংকার' এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত এর প্রতিটি সদস্য দেশ প্রেমের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে শান্তিপূর্ণ ও সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়তে বদ্ধপরিকর। এর ফলশ্রুতিতেই অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অকুতোভয় র‍্যাব সদস্যরা আন্তরিক ও নিরলস কর্মতৎপরতার মাধ্যমে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আর এ সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমেই র‍্যাব আজ দেশবাসীর কাছে আস্থাভাজন, একনিষ্ঠ, কল্যাণধর্মী ও পেশাদার বাহিনী হিসেবে সমাদৃত। র‍্যাবের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যে পরিকল্পনা রয়েছে সেটি বাস্তবায়ন হলে এ বাহিনী তাদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে জনগণের আরো আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এছাড়াও দেশের নিরাপত্তা বিধান, অপরাধ দমন এবং আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নে সর্বস্তরের জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় বর্তমানের মত ভবিষ্যতেও র‍্যাব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে এ বিশ্বাস সকলের রয়েছে।

কমান্ডার এস এম এ কে আজাদ (জি), পিএসসি, বিএন
পরিচালক, লিগ্যাল এন্ড মিডিয়া উইং
র‍্যাব ফোর্সেস হেডকোয়ার্টার্স

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ চৈত্র ১৪১৫
২৬ মার্চ ২০০৯

বাণী

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ফোর্সের পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আমি এই বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

সন্ত্রাস ও মাদক চোরাচালান দমন, জঙ্গি ও চরমপন্থী গ্রেফতার এবং সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধানসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে র‍্যাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এরফলে জনমনে স্বস্তি বিরাজ করছে।

গত ডিসেম্বর মাসে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় র‍্যাবের দায়িত্বশীল ভূমিকা দেশে গণতন্ত্র উত্তরণের পথকে প্রশস্ত করেছে। এসব সম্ভব হয়েছে র‍্যাবের প্রতিটি সদস্যের অক্লান্ত পরিশ্রম, কর্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা এবং সর্বোপরি তাঁদের অপরিসীম দেশপ্রেমের কারণে।

আমি আশা করি, অতীতের মত ভবিষ্যতেও 'বাংলাদেশ আমার অহঙ্কার' এই মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে র‍্যাবের সদস্যগণ তাঁদের সততা, নিষ্ঠা ও মেধা দিয়ে দেশ ও জাতি গঠনে বিশেষ অবদান রাখবেন।

আমি এই বাহিনীর সার্বিক সাফল্য এবং অব্যাহত অগ্রগতি কামনা করি।

জয়বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এ বাহিনীর সদস্যগণকে আমার শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নে জাতিকে একত্রিত করেছিলেন, ৩০ লাখ শহীদ তাদের তাজা প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, সে সোনার বাংলা গড়ার চেতনায় বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সন্ত্রাসমুক্ত, নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে র‍্যাব নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

নাশকতা ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ, জঙ্গি ও চরমপন্থী দমন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ এবং সর্বশেষ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০৮ এ কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তাদের কঠোর শৃঙ্খলা, আত্মপ্রত্যয় এবং পেশাগত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে এ বাহিনী দেশের প্রতিটি মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সময়ের সাথে এ বাহিনীর প্রতি জনগণের প্রত্যাশা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণের এ প্রত্যাশা পূরণে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আগামী দিনগুলোতেও র‍্যাব সদস্যগণ তাদের বর্তমান কর্মস্পৃহা বজায় রেখে দেশের আইন-শৃঙ্খলা এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি র‍্যাবের সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

(তানজিম আহমদ)

بسم الله الرحمن الرحيم

মহাপরিচালক
র‍্যাব

বাণী

র‍্যাবের পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভক্ষণে সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন। সেই সাথে আমাদের যে সকল অকুতোভয় সহকর্মী বিগত বছরগুলোতে কর্তব্য পালনকালে নিহত হয়েছেন তাদের আমি গভীর শ্রদ্ধভরে স্মরণ করছি এবং তাদের পারিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

র‍্যাব প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই দেশে সন্ত্রাস দমন, আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন এবং বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রশংসনীয়ভাবে মোকাবেলা করেছে। সময়ের সাথে, দেশব্যাপী বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মকান্ডে সক্রিয় উপস্থিতির মাধ্যমে জনগণের গভীর ভালবাসা ও আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন/২০০৮'এ র‍্যাবের কার্যক্রম সর্বস্তরের প্রশংসা অর্জন করেছে। দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে চিহ্নিত শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেফতার, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থী এবং ধর্মীয় জঙ্গি দমন র‍